দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ

সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে প্লাকার্ড হাতে প্রবাসী জুম্মরা ও কোরিয়ান শুভাকাঙ্ক্ষীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন

সিউল প্রতিনিধি

গত ৫ জুন দক্ষিণ কোরিয়া প্রবাসী জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক- কোরিয়া (জেপিএন-কে) ও কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। দিঘীনালার বাবুছড়ায় বিডিআর-এর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার নির্মাণের নামে পাহাড়িদের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউপিডিএফ এর ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভে খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক আয়োজিত ৭ জুনের ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশের সাথে সংহতি প্রকাশ করা হয়।

সমাবেশটি দুপুর ২টায় শুরু হলে জেপিএন-কে, মানবাধিকার সংগঠন PNAN, Korean House for international solidarity(KHIS) এর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এতে অংশ নেন। দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশটি আধা ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

পরে বিক্ষোভকারীরা প্লাকার্ড ও ফেস্টুন সহকারে সিউলের কূটনৈতিক পাড়া ইটায়েওন এলাকা (Itaewon)প্রদক্ষিণ করে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখল, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সেনা নির্যাতন ও ইউপিডিএফ নেতা-কর্মিদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেন।

জেপিএন-কে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান ফটকে একটি প্রতিবাদ লিপি রেখে আসে। সাপ্তাহিক ছুটির অজুহাত দেখিয়ে দূতাবাসের কোন কর্মকর্তা প্রতিবাদ লিপিটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

উল্লেখ্য, কোরিয়া প্রবাসী জুম্মরা পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইউপিডিএফ-এর সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় তারা সিউলে বিক্ষোভ ও অন্যান্য কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার সম্প্রতি তাদেরকে সে দেশে রিফিউজি মর্যাদা প্রদান করেছে।

জাতিসংঘের প্রতি এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এর আহ্বান:

বাংলাদেশে বৈষম্যমূলক সাম্প্রদায়িক কর্মসূচীতে অর্থ সাহায্য দেবেন না

নতুন দিল্লী প্রতিনিধি

এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস গত জুন "কারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বৈষম্যমূলক বর্ণবাদে অর্থ সাহায্য দেয়?" শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে দিল্লী ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনটি অভিযোগ করেছে যে, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী নীতি বাস্তবায়ন করছে। রিপোর্টে এই ধরনের বর্ণবাদী কর্মসূচীতে অর্থ সাহায্য না দেয়ার জন্য জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও দ্বিপক্ষীয় দাতাদেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

এতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার গত জুনের প্রথম সপ্তাহে নির্দেশ দিয়েছে যে, ১৯৭৮ সাল থেকে ২৮,০০০ সমতল থেকে আগত সেটলার পরিবারকে ফ্রি খাদ্য রেশন দেয়ার পাশাপাশি আরো "নতুন সেটলারকে" একইভাবে ফ্রি খাদ্য রেশন দেয়া হোক। বাংলাদেশ - ভারত সীমান্তের কাছে রাঙামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নে বাঘাইহাট থেকে মাজালং পর্যন্ত এলাকায় আনুমানিক ৬৫ হাজার সেটলার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯২৭ সালের বন আইন ও বাংলাদেশ বন আইন (সংশোধিত) ২০০০ লঙ্ঘন করে গহীন কাচালং রিজার্ভ ফরেস্টে বাঘাইহাট - সাজেক রাস্তা নির্মাণ করেছে এই সব সেটলারদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার উদ্দেশ্যে।

সমতলী লোকজনদের সরকারী মদদপুষ্ট পুনর্বাসনের সাথে সমতালে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বিশেষত: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক সামরিকায়ন প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রুমা ক্যান্টনমেন্ট সম্প্রসারণ, বাবুছড়ায় বাংলাদেশ রাইফেলস এর হেডকোয়ার্টার নির্মাণ, বান্দরবানের বালাঘাটায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার নির্মাণ ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সুয়ালক ইউনিয়নে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার ও একটি আর্টিলারী ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য হাজার হাজার একর জমি জোরপূর্বক জবরদখল করেছে। যে সব আদিবাসী জুম্ম এর ফলে উচ্ছেদ হয়েছেন তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি।

সংগঠনটির ডিরেক্টর সুহাস চাকমা বলেন, "কেবলমাত্র সেটলারদেরকে বিনামূল্যে খাদ্য রেশন দেয়া বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ ও বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন মোতাবেক বর্ণ বৈষম্যের অপরাধের মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশ এই কনভেনশনের স্বাক্ষরদাতা একটি দেশ।" তিনি বলেন, সেটলাররাই আদিবাসী জুম্মদেরকে তাদের জায়গাজমি থেকে উৎখাত করে ও তাদের অধিকার হরণ করে।"

এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস অভিযোগ করে যে, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলো এবং বিশেষত বিশ্ব খাদ্য সংস্থা গরীব জনগণকে সাহায্য দেয়ার নামে এই ধরনের কিছু কিছু কর্মসূচীতে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো ও দ্বিপক্ষীয় দাতাগুলো কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে যে অর্থ যোগান দেয় তা সেটলারদের খাতে ব্যয় করা হয়।

এসিএইচআর -এর উক্ত রিপোর্টটি নিম্নের ঠিকানায় ক্লিক করে পাওয়া যাবে:

www.achrweb.org/reports/bangla/BD01-05.pdf

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যালের রিপোর্ট

স্বাধিকার আন্তর্জাতিক ডেস্ক

গত ২৫ মে লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর তার বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও সম্প্রদায় সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়, হিন্দু ও আহমেদিয়া সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার জন্য শাস্তি হয় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০০৩ সালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠির ওপর সংঘটিত আক্রমণের কোন স্বাধীন তদন্ত হয়নি। এ আক্রমণে হত্যা, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন ও শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা কিংবা বিদ্বেষমূলক শ্লোগান দেয়া বা আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদের ওপর আক্রমণের জন্য কাউকে বিচারের আওতায় আনা হয়নি। যদিও ২০০৩ সালে বাঁশখালী উপজেলায় একটি হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগের দায়ে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে যে আসল দোষীরা এদের মধ্যে নেই।

৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই রিপোর্টে অভিযোগ করেছে য, বিশ্বের সরকারগুলো গত ২০০৪ সালে মানবাধিকারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। সংগঠনটি বন্দী নির্যাতনের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে অভিযুক্ত করে।

রিপোর্টে বিশ্বের ১৩১টি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর ব্যাপক পর্যালোচনা করে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, তা অন্যান্য দেশের সরকারগুলোকে মানবঅধিকার লঙ্ঘনে উৎসাহিত করছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্ণবৈষম্যে কারা অর্থ যোগান দেয়?" - ACHR রিভিউ

স্বাধিকার আন্তর্জাতিক ডেস্ক

দল্লী ভিত্তিক সংগঠন এশিয়ান সেন্টর ফর হিউম্যান রাইটস তাদের সাপ্তাহিক রিভিউতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলারদেরকে দেয়া সরকারের রেশনিং ব্যবস্থাকে বর্ণবৈষম্য বলে আখ্যায়িত করেছে এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তারা যেন তাদের দেয়া অর্থ সাহায্য সেটলারদের ফ্রি রেশনিং এ ব্যবহার করা হয় কিনা তা খতিয়ে দেখেন এবং এ ধরনের বর্ণবৈষম্য বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।

রিভিউতে আরো বলা হয়, আদিবাসীদের মধ্যে কেবল ভারত প্রত্যাগত শরনার্থীদেরকেই রেশন দেয়া হয়, তবে তাও বৈষম্যমূলক। কারণ সরকার যেখানে প্রতি সেটলার পরিবারকে মাসিক ৮৫ কেজি চাল দেয়, সেখানে প্রত্যাগত শরণার্থীদের দেয়া হয় মাত্র ৬০ কেজি। কেবলমাত্র সেটলারদেরকে রেশন প্রদান বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ এবং International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination -এর ১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। বাংলাদেশ এই কনভেনশনের স্বাক্ষরদাতা একটি দেশ।

রিভিউতে বলা হয়, ২০০১ সালে ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর সেটলার পুনর্বাসন গুণতক হারে বেড়েছে। ফ্রি রেশন দেয়ার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন সময়ে চুপিসারে আসা সেটলারসহ সাজেক এলাকায় পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নেয়ার বৈধতা অর্জন করা। কারণ ১৯৮৩ সাল থেকে সরকারীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী পুনর্বাসন কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।

এতে আরো অভিযোগ করা হয়, সরকার এইসব সেটলারদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য ব্যাপক সামরিকায়ন করছে। ১৯২৭ সালের বন আইন ও বাংলাদেশ ফরেষ্ট এ্যাক্ট (সংশোধিত) ২০০০ লঙ্ঘন করে বাঘাইহাট-সাজেক সড়ক তৈরি করছে।

লন্ডনে বাংলাদেশ মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

লন্ডন প্রতিনিধি

গত ১৭ জুন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ "ইউরোপীয়ান হিউম্যান রাইটস কনফারেন্স অন বাংলাদেশ: এক্সট্রিমিজম, ইনটলারেন্স এন্ড ভায়োলেন্স" (বাংলাদেশ বিষয়ক ইউরোপীয়ান মানবাধিকার সম্মেলন: উগ্রবাদ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতা) শীর্ষক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কয়েকটি সংগঠন ও ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত "বাংলাদেশ কনফারেন্স স্টিয়ারিং কমিটি" এই সম্মেলনের আয়োজক।

বৃটেনের হাউজ অব লর্ডসের সদস্য লর্ড এভিবুরি দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন পর্বে ও ওয়ার্কিং সেশনে বাংলাদেশ, ভারত ও ইউরোপের মানবাধিকার কর্মি, সমাজ কর্মি, গবেষক, লেখক, আইনজীবী বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট ও সুইডিশ পার্লামেন্টের বেশ কয়েকজন সদস্যও এতে অংশ নেন ও বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার মোফাজ্জল করিমও আলোচনায় অংশ নেন।

বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জাতিগত সংখ্যালঘু ও আহমেদিয়া সম্প্রদায় এবং প্রগতিশীল লোকজনের ওপর অব্যাহত হামলা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরতে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, কিভাবে একটা সমন্বিত ঐক্যমঞ্চ থেকে ধর্মীয় চরমপন্থীদের মোকাবিলা করা যায় সে ব্যাপারে নীতি কৌশল নির্ধারণ এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সহিংস জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য প্রগতিশীল গ্রুপ ও ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাও ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

বৃটেনে প্রবাসী জুম্মদের সংগঠন "জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক-যুক্তরাজ্য" বা সংক্ষেপে জেপিএন-ইউকে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং সংগঠনটির পক্ষে শিবাশীষ রায় একটি ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরেন। জেপিএন-ইউকে এই উপলক্ষে একটি প্রচারপত্রও বিলি করে। এতে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নেতা, ছাত্র ও মানবাধিকার কর্মিদের মিথ্যা অভিযোগে প্রতিনিয়ত হয়রানি গ্রেফতার ও নির্যাতন ও অন্তরীণ করা হচ্ছে। ২০০৩ সালে সংঘটিত মহালছড়ি হামলার আসল নায়ক লে: কর্নেল আব্দুল আওয়াল এখন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত বলে উক্ত প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্মেলনে একের পর এক বক্তা বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরেন। এই অবস্থায় বৃটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার মোফাজ্জল করিম তার বক্তব্যে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি যে রূপ চিত্রিত করা হয়েছে তা সেরূপ নয় বললে শ্রোতাদের মধ্য থেকে "সব মিথ্যা সব মিথ্যা" বলে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শ্রোতারা তাকে একের পর এক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। পরে অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি সম্মেলন স্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অপরাধী ও অপরাধীদের মদদদাতাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধেরও আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি ইউরোপীয় পার্লামেন্টের দলকে বাংলাদেশ পাঠানো হবে। এ দলটি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে।